"মিষ্টি বাচ্চারা - এ হলো অলমাইটি গভর্নমেন্ট (সর্বশক্তিমান সরকার)। বাবার সাথে ধর্মরাজও আছেন, সেইজন্যই নিজের করা পাপের বিষয়ে বাবাকে জানাও তাহলে অর্ধেক মাফ হয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - রাজধানীর মালিক কিসের আধারে হবে আর প্রজার মধ্যে সাহুকার (বিত্তবান) কিসের আধারে হবে?

*উত্তরঃ - রাজধানীর মালিক হওয়ার জন্য পঠন-পাঠনের প্রতি সম্পূর্ণ ধ্যান (মনোযোগ) দিতে হবে। পড়াশোনার আধারেই পদ প্রাপ্ত হয়। সাহুকার প্রজা হবে যারা তারা নলেজ নেবে, বীজও বপন (সহযোগী হবে) করবে, পবিত্রও হবে কিন্তু ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনের প্রতি মনোযোগ দেবে না। পঠন-পাঠনের প্রতি মনোযোগ তখনই আসবে যখন প্রথমে পাক্কা নিশ্চয় হবে যে স্বয়ং ভগবান আমাদের পড়াতে এসেছেন। যদি সম্পূর্ণ নিশ্চয় না থাকে তাহলে এখানে বসে থেকেও যেন নিস্তেজ হয়ে থাকবে। যদি নিশ্চয় থাকে তাহলে রেগুলার (প্রতিদিন) পড়াশোনা করা উচিত। ধারণ করা উচিত।

*গীতঃ- নেত্রহীনকে পথ দেখাও প্রভু...

ওম্ শান্তি । কলিযুগকে অন্ধকার নগরী বলা হয় কেননা সমস্ত আত্মারা নিষ্প্রভ হয়ে রয়েছে, এমন নয় যে চোখে অন্ধ। অন্ধকার নগরীতে সবাই জ্ঞান নেত্রহীন, অন্ধের পুত্র অন্ধ। সবাই তমোপ্রধান হয়ে গেছে। আমাদের অর্থাৎ সব আত্মাদের পিতা হলেন সেই পরমাত্মা, যখন আমরা সব আত্মারা ঐ মূললোকে বাস করি তখন আমাদের জ্যোতি জাগ্রত থাকে। প্রথম-প্রথম সতোপ্রধান খাঁটি সোনা ছিলাম। সত্যযুগকে বলাই হয় গোল্ডেন এজ (স্বর্ণ যুগ)। হিন্দিতে পারসপুরী বলা হয়। এখন আইরন এজ অর্থাত্ তমোপ্রধান পাথর বুদ্ধি হয়ে গেছে। সত্যযুগে ঘরে-ঘরে আলো প্রজ্জ্বলিত থাকে, কলিযুগে ঘরে-ঘরে অন্ধকার। দেবী-দেবতা ধর্ম প্রায় লোপ হয়ে গেছে। সবাই ধর্ম ভ্রষ্ট, কর্ম ভ্রষ্ট হয়ে গেছে । নিজেদের দেবতা বলতে পারে না কেননা বিকারগ্রস্ত। বাবা সাভারকরের (তিনি হিন্দু জাতীয়তাবাদী আদর্শের প্রবক্তা ছিলেন) কথা বলেছিলেন। তাকে বলা হয়েছিল আদি সনাতন তো দেবতা ধর্ম ছিল। তারপরেও তুমি কেন আদি সনাতন হিন্দু মহাসভা বলছ? উত্তরে বলেছেন — দাদাজী, আমরা নিজেদের দেবতা বলতে পারি না কেননা আমরা অপবিত্র। সুতরাং এখন দেবতা ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে তাইনা, কারণ এটা তো হলো মিশনারি তাই না! যেমন যখন খ্রাইস্ট এসেছিল তখন খ্রিস্টান ছিল না। এই সময়েও দেবতা ধর্ম নেই। এখন ব্রাহ্মণদের স্থাপনা হচ্ছে। ব্রাহ্মণরাই এরপর দেবী-দেবতা হয়। পরমপিতা পরমাত্মা বলেন - আমিই দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করি। আমি তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পারলৌকিক পিতা, আমিই তোমাদের সবাইকে এখানে পাঠিয়েছি। যেমন ওটা খ্রীস্টানদের মিশন, তেমনি এটা হলো দেবতা ধর্মের মিশন। স্বয়ং পারলৌকিক পরমপিতা পরমাত্মা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা যা কিছু শুনে এসেছো সব মিথ্যা, যদিও ড্রামা অনুসারে এটার পুনরাবৃত্তি হবেই। তবুও এই মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করানোর জন্য কল্পে-কল্পে আমি এসে বোঝাই আর ব্রহ্মার দ্বারা দেবতা ধর্মের স্থাপনা করাই। দ্বাপর থেকে আরও অনেক ধর্মের স্থাপনা হয়। ঐ সময় দেবতা ধর্ম থাকে না। তাই তাকে বলা হয় - রাবণ রাজ্য। গীতা হলো ভারতের সর্বোত্তম শাস্ত্র, কেননা ভগবানের গাওয়া। বাকি সমস্ত শাস্ত্র মানুষের গাওয়া। শ্রীকৃষ্ণ সত্যযুগের প্রালব্ধ প্রাপ্ত করেছে। এখন বাবা বলছেন - আমি এসেছি ভারতে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য স্থাপন করতে। এমন কথা আর কোনো গীতা পাঠকারীই বলতে পারে না। ভগবান-ই বলেন - হে ভারতবাসী বাচ্চারা, আমি এসেছি, ব্রহ্মার দ্বারা দেবতা ধর্মের স্থাপনা করতে। প্রথমে তো ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্ট ব্রাহ্মণ প্রয়োজন। দেবতারা তো প্রালব্ধ ভোগ করে থাকে। ওরা কারো কল্যাণ করে না। তারা তো রাজকীয় মানব । ওখানে অগাধ সম্পত্তি থাকে। ওখানে কোনো মায়া নেই, সেইজন্যই তাকে স্বর্গ বলা হয়। ভারত এখন নরক হয়ে গেছে। আর কোনো গীতা পাঠকারী এমন বলতে পারে না যে কাম হলো মহাশত্রু, এর উপরেই বিজয় প্রাপ্ত করতে পারলে তোমরা স্বর্গের মালিক হবে। তোমরা সম্পূর্ণ ভারতের যেখানেই যাও না কেন, কেউ-ই এমন কথা বলতে পারবে না, কেননা তারা নিজেরাই বিকারগ্রস্ত । ঐ বেচারাদের তো এটাও জানা নেই যে এটাই সবার অন্তিম জন্ম। বাবা বলেন এনার(ব্রহ্মা) তো এটা অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম, যখন আমি এসে এনার মধ্যে প্রবেশ করি অর্থাৎ এখন সম্পূর্ণ সৃষ্টির অন্তিম সময়। এই একটা জন্মের জন্য তোমরা পবিত্রতার দায়িত্ব পালন করো। এটা তো কোনও মিথ্যা কথা নয়। মহাভারী লড়াই তো দেখছ। অল্প-স্বল্প রিহার্সাল হতেই থাকবে। বাচ্চারা বিনাশ আর স্থাপনার সাক্ষাৎকার করেছে। এতেই প্রমাণ হয় যে - এটাই অন্তিম জন্ম। আর কোনো গীতা পাঠকারী এটা বলতে পারে না যে এটাই অন্তিম জন্ম আর সেইজন্যই পবিত্রতার দায়িত্ব পালন করো। এটা তোমাদের রাজযোগ। তোমরা তপস্যা করছ, রাজত্বের জন্য । এখন প্রকৃত উপার্জন করতে হবে। এই অন্তিম জন্মে পাথরনাথ থেকে পারসনাথ হচ্ছো তোমরা। তোমরা

উঁচু পদ পেয়ে থাকো। যারা আমার পুরানো বাচ্চা, যাদের মায়া ভস্মীভূত করে দিয়েছিল, তাদের এসে জাগিয়ে তুলেছি। এও (ব্রহ্মা) সুন্দর ছিল। এখন সব আত্মারা কালো তমোপ্রধান হয়ে গেছে। আত্মাই কালো হয় আর সুন্দর হয়। আত্মাকে নির্লেপ বলা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আত্মা সংস্কার নিয়ে যায়। এখন বাবা বলছেন তোমরা বাচ্চারা ঈশ্বরীয় মতে চলছো। ইউরোপের মানুষরাও বলে - ভারতে গড-গডেজদের (দেবী-দেবতাদের) রাজধানী ছিল। ভগবান রাম, ভগবতী সীতা, কিন্তু ওঁদের ভগবান বলা যায় না। ওটা তো ডিটিজম (দৈবী রাজ্য)। ওখানে কোনো ভগবান নেই। ভগবান তো একজনই, তিনজন দেবতা (সূক্ষ্ম রূপে)। বাকি সব মনুষ্য সৃষ্টি। যেমন ক্রাইস্ট এসে ধর্ম স্থাপনা করেছিল, তখন খ্রীস্টান ছিল না। তেমনই এখন দেবতা ধর্ম প্রায় লোপ হয়ে গেছে। সবচাইতে উত্তম ধর্ম হলো দেবতাদের। বাবা বলেন সবার প্রথমে এই আত্মিক ব্রাহ্মণ ধর্মের রচনা করি। তোমরা আত্মিক ব্রাহ্মণরাই পরমধামের পথ প্রদর্শক। বলাও হয় ভক্তরা ঘরে বসেই ভগবানকে পায়। সুতরাং বাবা বলেন যারা দেবতা ছিল অবশ্যই তারা এক নম্বর ভক্ত হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণ প্রথমে ভক্তি মার্গের সূচনা করেছিল। তারা প্রথমে সোমনাথের মন্দির তৈরি করেছিল, কতো পরিষ্কারভাবে বোঝানো হয়। এই নলেজ তারাই গ্রহণ করবে যারা রাজধানীর মালিক হবে। প্রজার মধ্যেও যারা বিত্তশালী (সাহুকার) হবে তারাও জ্ঞান শুনবে। বীজও বপন করবে কিন্তু পঠন-পাঠন ঠিক করে করবে না। পবিত্রও থাকবে। বাবা বলেন - বাচ্চারা, এটা হলো ঈশ্বরীয় পড়াশোনা, এই পঠন-পাঠনের দ্বারাই পদ প্রাপ্ত করবে। অনেক উচ্চ থেকেও উচ্চ এই পদ। প্রথমে তো এই নিশ্চয় চাই যে ভগবান আমাদের অর্থাৎ তাঁর বাচ্চাদের পড়াতে এসেছেন, কৃষ্ণ নয় । তবে হ্যাঁ, এই পঠন-পাঠনের মাধ্যমেই আমরা কৃষ্ণ হবো। প্রিন্স-প্রিন্সেজ তো তোমরাই হও। যার এই নিশ্চয় নেই সে এই স্কুলে বসেও যেন ভোঁতা বুদ্ধি (dull) । যদি নিশ্চয় থাকে তাহলে রেগুলার পড়াশোনা করা উচিত। তা না হলে কিছুই বোঝেনি। এখানে অবিনাশী প্রালব্ধ পাওয়া যায়, অবিনাশী বাবার দ্বারা। বাকি সবকিছুই কবরস্থ হয়ে যাবে। অল্প সংখ্যক থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা তৈরি হবো। তারপর ওরাও শেষ হয়ে যাবে। কল্প পূর্বেও তোমরা এ'সব দেখেছিলে। এখন আবারও দেখছো। এখন বলা হবে ৫ হাজার বছর পরে আবার ধর্ম স্থাপনা করছি কেননা তাদের মধ্যে ব্রহ্মান্ড আর সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান থাকতে পারে না। এই জ্ঞান বাবাই এসে দিয়ে থাকেন। ব্রহ্মান্ড অর্থাৎ যেখানে আত্মারা ডিমের আকারে বাস করে। সন্ন্যাসীরাও ব্রহ্মকে ঈশ্বর বলে থাকে। ব্রহ্ম তো হলো তত্ব। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন শিব। ওরা তো ব্রহ্মোহম্ও বলে, শিবোহম্ও বলে (আমিই ব্রহ্ম, আমিই শিব)। কিন্তু শিব তো হলেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করের রচয়িতা। বলাও তো হয় যে - ভাগীরথ গঙ্গা নিয়ে এসেছিল। সেটা হলো এই ভাগীরথ, একজন মানুষ । নন্দীগণ তাও তো জানোয়ার হয়ে গেল। ওরা গোশালা শব্দ শুনে সেই স্থানে ষাঁড়কে রেখে দিয়েছে। মন্দিরে সঠিক চিত্র আছে — লক্ষ্মী-নারায়ণ, সীতা-রামের। ব্যস্ এরাই হলেন উচ্চ থেকেও উচ্চ, যারা প্রালব্ধ ভোগ করেন। প্রজাও প্রালব্ধ ভোগ করে। লক্ষ্মী-নারায়ণ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়..... এইভাবে ৮ বাদশাহী চলে। বাচ্চারা রাজত্ব করে। সীতা-রামেরও এইভাবে রাজ্য চলে। গাওয়াও হয় জগদম্বা আদি দেবী আর ব্রহ্মা হলেন আদি দেব। অ্যাডম-ইভ - এরা দুজনেই এখন কালো হয়ে গেছে পুনরায় ওরা সুন্দর হয়ে উঠবে। দুনিয়া এই বিষয়ে জানে না। কালী, দুর্গা, অম্বা - সব একজনেরই নাম। প্রকৃত নাম সরস্বতী। সুতরাং আত্মা কালো হয়ে যায়, মুখ থোড়াই কালো হয়। এই সময় সব আত্মারাই কালো হয়ে গেছে। আমরা সবাই বাঁদর ছিলাম। এখন বাবা আমাদের নিজের সেনা বানিয়েছেন। এখন আমরা রাবণের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করছি।

বাবা বলেন আমি তোমাদের সব শাস্ত্র-বেদের সার ব্রহ্মার দ্বারা শোনাই। ব্রহ্মার হাতেও শাস্ত্র দেখানো হয়েছে। শাস্ত্র তো একটাই হওয়া উচিত তাইনা। সুতরাং এখন ব্রহ্মার হাতে রয়েছে - শিরোমণি গীতা। বাবা বসে ব্রহ্মার দ্বারা সব বেদ-গ্রন্থ ইত্যাদির সার ব্যাখ্যা করেন। তাকেই গীতা বলা হয়। বাকি কোনো শাস্ত্র নেই। বুদ্ধিতে গীতা আছে। গীতার ভগবানুবাচ - কাম হলো মহাশত্রু সুতরাং গীতা পাঠ করে যারা শোনায় তাদেরকেও বলা উচিত যে এর উপর জয়লাভ করতে পারলে স্বর্গের মালিক হতে পারবে। ওরা তো এমনটা কখনোই বলবে না। ওরা সব মিথ্যা বলে থাকে। আমরাও মিথ্যা বলতাম। আমিও অনেক গুরু গ্রহণ করেছি । অর্জুনকেও বলা হয়েছিল সবাইকে ভুলে যাও। তোমাদের এই গুরুদেরও আমিই পবিত্র করে তুলি। এখন তোমরা যা কিছু পড়েছো সব ভুলে যাও। এমন কথা কখনও শোননি আমি এখন শোনাচ্ছি। এখন তোমরা কড়িহীন থেকে হীরা তুল্য হয়ে উঠছো। সব শেষ হয়ে যাবে। তোমরা বাচ্চারা বিনাশ আর স্থাপনা দেখেছো, সেইজন্যই পুরুষার্থ করছো, বাবার কাছে সবার পোতামেল থাকে। বাবাকে লেখে - আমি এইরকম পাপী ছিলাম, এই করেছি। কেননা ধর্মরাজ বাবা বলেন - আমাকে বললে অর্ধেক পাপ মাফ। হয়ে যাবে । এ'সবই প্রাইভেট (গোপন) থাকে। পড়া হলো তারপর ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। এ হলো অলমাইটি গভর্নমেন্ট (সর্বশক্তিমান সরকার)। এখন বৃক্ষ খুব ছোট, এর মালী স্বয়ং ভগবান। ধীরে-ধীরে এই বৃক্ষ বৃদ্ধি পাবে। মায়া চট করে অজ্ঞান করে দেয়। কোথাকার কথা কোথায় কাহিনী রূপে তৈরি করেছে। কোথায় আমাদের লক্ষ্মী-নারায়ণ মর্যাদা পুরুষোত্তম আর পুরুষোত্তমনী যারা মহান পবিত্র ছিল। এখানে তো সবাই অপবিত্র। ওখানে ছিল পবিত্র গৃহস্থ আশ্রম ধর্ম। এখানে অপবিত্র অধর্মের গৃহস্থ। জিজ্ঞাসা করে এই

দুনিয়া কিভাবে চলবে? বাবা বলেন এই দুনিয়া থাকবেই না । শেষ হয়ে যাবে। এটাই হলো অন্তিম জন্ম সুতরাং কাম কাটারি চালানো ছেড়ে দাও। তোমরা জন্ম-জন্মান্তর ধরে বিকারগ্রস্ত মা-বাবার দ্বারা বিষের বর্সা পেয়ে এসেছ। এখন আমি অর্ডিন্যান্স জারি করছি - বিষের বর্সা বন্ধ করো। তা না হলে বৈকুন্ঠে যেতে পারবে না। বিকারকে জয় করতে পারলে স্বর্গে যাবে, তা না হলে পাতাল। রাম-রাজ্য আকাশ হলে রাবণ রাজ্য পাতাল। এটাই ড্রামা। এই সময় দেবতা ধর্মের যারা, তারা অন্য ধর্মে কনভার্ট (রূপান্তরিত) হয়ে গেছে। নিজের প্রকৃত ধর্ম সম্পর্কে জানা নেই। কোনও ধর্মে সামান্য সুখ দেখলো তো চট করে কনভার্ট হয়ে যায়, একে বলে হাফ কাস্ট। এখানেও যারা ব্রাহ্মণ কাস্টে এসেছে কিন্তু পুরুষার্থে কমজোরি তারা প্রজার পদ পাবে। পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হলো।

এখানে যারা বলে ঋষি-মুনি ইত্যাদিরা ত্রিকালদর্শী ছিলেন, কিন্তু তারা যখন বলে জগৎ মিথ্যা, তাহলে তারা ত্রিকালদর্শী কিভাবে হতে পারে? কত গল্প কথা বলে। বলে অমুক নির্বাণধামে চলে গেছেন - এটাও গল্প। সবাইকে পার্ট প্লে করে এখানে হাজির হতে হবে। সবার গাইড বাবা। বাবা কাউকেই ভক্তি থেকে ছাড়ান না। যতক্ষণ পর্যন্ত পরিপক্ক অবস্থা না হবে ভক্তি করো। মনে রাখতে হবে - আমি কারো গুরু নই । যেমন তোমরা শুনছো তেমনি আমিও শিববাবার কাছ থেকে শুনছি। আমাদের সবার গুরু ঐ একজনই নিরাকার। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) এই অন্তিম জন্মে পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করে তার দায়িত্ব পালন করতে হবে। আত্মাকে কালো (কুৎসিত)থেকে সুন্দর সতোপ্রধান বানানোর পুরুষার্থ করতে হবে।

২) অবিনাশী প্রালব্ধ তৈরি করার জন্য নিশ্চয় বুদ্ধি হয়ে রেগুলার পঠন-পাঠন করতে হবে। বাকি যা কিছু আজ পর্যন্ত পড়েছো সেইসব বুদ্ধি থেকে ভুলে যেতে হবে।

বরদানঃ- বিজয়ের উৎসাহ-উদ্দীপনার দ্বারা আশাহীনকে আশাবাদীতে পরিবর্তনকারী নিশ্চয় বুদ্ধি ভব

যদি নিশ্চয় অটুট থাকে তাহলে বিজয় সদা-ই রয়েছে । বিজয়ের উৎসাহ-উদ্দীপনা সবসময় থাকুক, নিরাশার সংস্কার যেন না থাকে। যে কোনো মুশকিল কাজ এতটাই সহজ অনুভব যেন হয় যেন এমন কিছু বড় বিষয় নয়। কেননা অনেক বার এই কাজ করে এসেছি, কোনো নতুন কিছু করছি না। সেইজন্য নিরাশ হওয়ার নাম-চিহ্নও থাকবে না, কোনো স্বভাব-সংস্কারেও এই সঙ্কল্প যেন না আসে যে, কে জানে এ পরিবর্তন হবে কি হবে না। তোমরা হলেই সদাকালের বিজয়ী।

স্লোগানঃ- শক্তিশালী হতে হলে সবসময় খাজানার (সম্পদ) স্মৃতি আর স্মরণে থাকো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent

3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;